Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

প্রথম আলো

ডাকসু নির্বাচনে বিজয়ের পর ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের (বাঁ থেকে) মো. আবু সাদিক কায়েম (ভিপি), এস এম ফরহাদ (জিএস) ও মুহা. মহিউদ্দীন খান (এজিএস)। গতকাল সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে। ছবি : জাহিদুল করিম

শিবিরের জয়ের কারণ দীর্ঘ প্রস্তুতি

ডাকসু নির্বাচন

নিজেদের প্যানেল 'অন্তর্ভুক্তিমূলক' করার চেষ্টা করেছে শিবির। হলগুলোতেও কৌশলগত অবস্থান ছিল তাদের।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ভিপি ও জিএস পদে কোন দুজন প্রার্থী হচ্ছেন, সেটি ডাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে কোনো ছাত্রসংগঠনই ঠিক করতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ইসলামী ছাত্রশিবির। ভোটের ছয় মাস আগে থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় ডাকসু নির্বাচন হলে শিবিরের প্যানেল থেকে ভিপি পদে আবু সাদিক কায়েম ও জিএস পদে এস এম ফরহাদ নির্বাচন করবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন ঘিরে দীর্ঘ প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা ছিল শিবিরের। নির্বাচনের প্যানেল তৈরি ও প্রচারের ক্ষেত্রে সেই পরিকল্পনার ছাপ দেখা গেছে। ইসলামপন্থী ছাত্রসংগঠন হলেও শিবির তাদের প্যানেল 'অন্তর্ভুক্তিমূলক' করার চেষ্টা করেছে। নিজেদের প্যানেলে চারজন ছাত্রী ও চাকমা সম্প্রদায়ের একজন শিক্ষার্থীকে রেখেছে তারা।

শিবিরের প্যানেলের বিভিন্ন সংবাদ সম্মেলনে হিজাব পরা এবং হিজাব না পরা—দুই ধরনের প্রার্থীই দেখা যেত। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত জীবনে 'অস্বস্তি' তৈরি হয়, এমন অনেক কাজ থেকে নিজেদের দূরে রাখার চেষ্টা করে গেছেন সংগঠনটির নেতারা।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে ছাত্ররাজনীতির বিরুদ্ধে যখন শিক্ষার্থীরা অবস্থান নেন, তখনো হলে হলে

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল

ডাকসুর ২৮টি পদের ২৩টিতে জিতেছে ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেল।

- ভিপি, জিএস, এজিএস ছাড়াও ১২টি সম্পাদকীয় পদের ৯টিতে নির্বাচিত শিবিরের প্রার্থীরা।
- বাকি ৩টি সম্পাদকীয় পদে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়ী হন।
- ১৩টি সদস্য পদের ১১টিতে জয়ী শিবিরের প্রার্থীরা।
- সদস্য পদে বিজয়ী ২ জন। একজন স্বতন্ত্র, অন্যজন প্রতিরোধ পর্ষদের।

» ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল পৃষ্ঠা ৯

ডাকসুর ফলাফলে বিএনপি বিব্রত, জামায়াত উচ্ছ্বসিত

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে এক ঐতিহাসিক জয় পেয়েছে জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ছাত্রশিবির। এ বিজয়ে জামায়াতের রাজনীতিতে বা আগামী জাতীয় নির্বাচনে কোনো প্রভাব পড়বে কি না, এ নিয়ে আলোচনা তৈরি করেছে রাজনৈতিক অঙ্গনে। নির্বাচনে ভিপি, জিএস, এজিএসের পাশাপাশি ডাকসুর ২৮টি পদের মধ্যে ২৩টিতে ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীরা জয়ী হন। অন্যদিকে এ নির্বাচনে বিএনপির ছাত্রসংগঠন ছাত্রদলের দুর্বল সাংগঠনিক অবস্থান প্রকাশ পেয়েছে, যা বিএনপির নেতৃত্বকে বিব্রত করেছে।

এখন ভোটের পর ফলাফল ধরে সব মহলেই নানামুখী বিচার-বিশ্লেষণ হচ্ছে যে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বা বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদের প্রার্থীরা এত খারাপ করলেন কেন আর ছাত্রশিবির এত বড় বিজয় পেল কীভাবে।

এ বিষয়ে গতকাল বুধবার বিএনপি ও জামায়াতের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের পাঁচজন নেতাসহ বিভিন্ন দলের নয়জন গুরুত্বপূর্ণ নেতার সঙ্গে এই প্রতিবেদকের কথা হয়। তাঁদের নানা রকম পর্যবেক্ষণ রয়েছে। পাশাপাশি ডাকসুর ফলাফলকে ভবিষ্যৎ রাজনীতির জন্য বার্তা হিসেবেও দেখছেন তাঁরা।

বিএনপির নেতারা ডাকসু নির্বাচনে নিজেদের

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

» ডাকসু নিয়ে আরও ছবি ও খবর পৃষ্ঠা ৩

হল সংসদে শীর্ষ ৫৪ পদের ৫৩টিতেই 'স্বতন্ত্র' প্রার্থী জয়ী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮টি হল সংসদের নির্বাচনে ভিপি (সহসভাপতি), জিএস (সাধারণ সম্পাদক) ও এজিএস (সহসাধারণ সম্পাদক) পদে একচেটিয়া জয় পেয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা।

ভোটের ফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে এই তিন শীর্ষ পদে (মোট পদ ৫৪) স্বতন্ত্ররা বিজয়ী হয়েছেন ৫৩টিতে। শুধু জগন্নাথ হলের ভিপি পদে বিজয়ী হয়েছেন ছাত্রদল মনোনীত প্যানেলের প্রার্থী।

এবার হল সংসদ নির্বাচনে শুধু ছাত্রদল আনুষ্ঠানিক প্যানেল ঘোষণা করেছিল। বাকি ছাত্রসংগঠনগুলো

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৭ ভাদ্র ১৪৩২
DU in Media
11 September 2025

শিবিরের জয়ের কারণ দীর্ঘ প্রস্তুতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কৌশলগত অবস্থান ধরে রাখে শিবির। রাজনৈতিক পরিচয় সামনে না এনে হলগুলোতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নানা কার্যক্রমে যুক্ত থেকেছে তারা। হলে ও ক্যাম্পাসে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজেও সংগঠনটির নেতা-কর্মীরা যুক্ত ছিলেন। এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিবিরের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতা-কর্মীদের যুক্ততা তৈরি হয়, যা নির্বাচনী প্রস্তুতির ক্ষেত্রও তৈরি করে দেয়। ছাত্রদলসহ অন্য সংগঠনগুলোর সে অর্থে তেমন কোনো প্রস্তুতি ছিল না।

শিবিরের সাংগঠনিক কাঠামোও নির্বাচনে অন্যদের চেয়ে তাদের এগিয়ে রেখেছিল। সাদিক কায়েমকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের নেপথ্যের নায়ক হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা নানাভাবে করে গেছেন সংগঠনটির নেতা-কর্মীরা। সর্বশেষ গত ২৪ জুলাই আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম আল-জাজিরায় 'জুলাইয়ের ৩৬ দিন' শীর্ষক তথ্যচিত্রে জুলাই অভ্যুত্থানের ছাত্রসংগঠক হিসেবে সাদিককে আলাদাভাবে উপস্থাপন করা হয়।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগের (এখন কার্যক্রম নিষিদ্ধ) দীর্ঘ সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলে ক্যাম্পাসে শিবিরের প্রকাশ্য রাজনীতির সুযোগ না থাকলেও গোপনে তারা কার্যক্রম চালিয়েছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে আসেন শিবিরের নেতারা। তখন জানা যায় ক্যাম্পাসে শিবিরের সাংগঠনিক কাঠামো ও কমিটির কার্যক্রম (অপ্রকাশ্য) ছিল।

ক্যাম্পাসে আলোচনা আছে, গত এক বছরে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন শিবিরের বিরুদ্ধে 'ট্যাগিংয়ের' পুরোনো রাজনীতিই করেছে। এটি সাধারণ শিক্ষার্থীদের অনেকে পছন্দ করেননি। এ ছাড়া এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশিশক্তির রাজনীতি বন্ধ আছে, গণরুম-গেস্টরুম সংস্কৃতিও নেই। কোনো রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠনের কর্মসূচিতে যাওয়া এখন আর কারও জন্য বাধ্যতামূলক নয়। হল ও ক্যাম্পাসকে ভবিষ্যতেও এ রকম রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচার চালিয়েছে শিবির। এই প্রচারও নির্বাচনে তাদের সহায়তা করেছে।

ডাকসুতে শিবিরের বিশাল জয়

গত মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত ডাকসু নির্বাচনে বিশাল জয় পেয়েছে ইসলামী ছাত্রশিবির। নির্বাচনে তাদের প্যানেলের নাম ছিল 'ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট'। এই প্যানেলের প্রার্থীরা ভিপি, জিএস, এজিএসসহ ২৮টি পদের মধ্যে ২৩টিতেই জিতেছেন।

ডাকসুর ভিপি (সহসভাপতি) নির্বাচিত হয়েছেন শিবিরের নেতা মো. আবু সাদিক কায়েম। জিএস (সাধারণ সম্পাদক) নির্বাচিত হয়েছেন এস এম ফরহাদ। আর এজিএস (সহসাধারণ সম্পাদক) হয়েছেন মুহা. মহিউদ্দীন খান। শীর্ষ তিন পদের পাশাপাশি ডাকসুর ১২টি সম্পাদকীয় পদের ৯টিতেই জিতেছেন শিবির-সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীরা। এ ছাড়া ডাকসুর ১৩টি সদস্য পদের মধ্যে শিবিরের প্রার্থীরা ১১টিতেই জয়ী হয়েছেন।

বিশাল এই জয়ের বিষয়ে শিবিরের নেতাদের মূল্যায়ন হচ্ছে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের খোঁজ রাখা, সংকটে পাশে থেকে সহযোগিতা করাসহ বিভিন্ন কাজে গত এক বছর যুক্ত ছিলেন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। কিন্তু এ নিয়ে তাঁরা প্রচার চালাতেন না, যা শিক্ষার্থীরা পছন্দ করেছেন। অন্যদিকে নির্বাচনে বিভিন্ন প্যানেলের ভোট কয়েক ভাগে ভাগ হলেও শিবিরের ভোট সেভাবে ভাগ হয়নি। এই বিষয়গুলো তাঁদের নির্বাচনে এগিয়ে রেখেছে।

'হুট করে কিছু হয়নি'

ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করার পর গতকাল বুধবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে সংবাদ সম্মেলন করেন নবনির্বাচিত ভিপি সাদিক কায়েম ও জিএস এস এম ফরহাদ। সেখানে তাঁরা সব মত ও আদর্শের সঙ্গে মিলে একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার করেন।

সাদিক কায়েম ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষে এখন তিনি এমফিল করছেন। নিজের ও শিবিরের প্যানেলের জয়ের ব্যাপারে *প্রথম আলোকে* তিনি বলেন, 'হুট করে কিছু হয়নি। এটা শুধু ২০ দিনের নির্বাচনী প্রচারের ফল নয়, এটা একটা লিগ্যাসি বা ধারাবাহিকতা। সবার সঙ্গে যুক্ততা, সক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব, সবার কাছে যাওয়া, কথা শোনা—সব মিলিয়েই শিক্ষার্থীরা আমাকে বেছে নিয়েছেন।'

সাদিক বলেন, তাঁরা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ধারণায় বিশ্বাস করেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের আমলে তাঁদের এই বক্তব্যগুলো সামনে আনতে দেওয়া হয়নি। তাঁরা সবাইকে সঙ্গে নিয়েই কাজ করবেন।

ডাকসুর ফলাফলে বিএনপি বিব্রত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দুর্বলতা যেমন দেখেন, তেমনি প্রতিপক্ষ, অর্থাৎ বিজয়ীদের কৌশলও দেখেন। তাঁরা মনে করেন, ছাত্রশিবির যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে নির্বাচন করেছে। সে ধরনের প্রস্তুতিতে ছাত্রদলের যথেষ্ট ঘাটতি ছিল। ডাকসুতে ও হলে ছাত্রদলের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল দেওয়ার মতো অবস্থা ছিল না। বিগত আওয়ামী লীগের শাসনামলে ১৫-১৬ বছর ছাত্রদল ক্যাম্পাসে সংগঠন করতে পারেনি। অন্যদিকে ছাত্রশিবির পরিচয় গোপন করে অথবা ছাত্রলীগের পরিচয় ধারণ করে ক্যাম্পাসে ছিল।

বিএনপি নেতাদের অনেকে মনে করেন, ছাত্রশিবির নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের সমর্থন পেয়েছে। না হয় তারা এত ভোট পেল কীভাবে, সে প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা। নির্বাচনে বিপুল অর্থ ব্যয়ের কথাও বলছেন কেউ কেউ। তবে নির্বাচনে ছাত্রদল যে খুব ভালো করবে না, সেটা বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্ব আগেই কিছুটা আঁচ করেছিলেন।

জানা গেছে, গত মঙ্গলবার রাতে স্থায়ী কমিটির সভায় ডাকসু নির্বাচন নিয়ে নেতারা আলোচনা করেন। সেখানে ছাত্রদল যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বেশ পিছিয়ে, তা দলের শীর্ষ নেতৃত্ব অবহিত হন।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমার জানামতে, ছাত্রশিবির নামে কোনো সংগঠন ডাকসু নির্বাচনে অংশ নেয়নি। তারা ভিন্ন নামে বা মোর্চায় অংশ নিয়েছে। এখন তারা নিজস্ব ক্যাপাসিটিতে, নাকি ছাত্রলীগের ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছে, সেটা অ্যানালাইসিস করে আমাদের বের করে দেখতে হবে। তবু গণতন্ত্রের এই যাত্রায় আমরা বিজয়ীদের অভিনন্দন জানাই।'

জাতীয় নির্বাচনে প্রভাব পড়বে?

এদিকে প্রতিষ্ঠার ৪৮ বছর পর ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের নিরঙ্কুশ সাফল্যে বেশ উচ্ছ্বসিত জামায়াতে ইসলামীর নেতারা। দলটির নেতারা বলছেন, ছাত্রশিবিরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ভোটের এত ব্যবধান হবে, সেটা তাঁরা ভাবেননি। বিশেষ করে ছাত্রীদের এত ভোট পাওয়া তাঁদের প্রত্যাশার বাইরে ছিল। নির্বাচনের এই ফলাফল জাতীয় নির্বাচনেও নিশ্চিত প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন জামায়াতের নেতারা। তাঁদের মতে, এই নির্বাচনে রাজনীতিবিদদের জন্য একধরনের সতর্কবাণী এবং দিকনির্দেশনাও আছে। সেটি হচ্ছে পুরোনো রাজনৈতিক চর্চা আর গ্রহণযোগ্য হবে না।

জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বর্তমান যুবসমাজ ও ছাত্রসমাজ নীতিহীন ও ধ্বংসাত্মক রাজনীতির বিরুদ্ধে। তারা পুরোনো রাজনৈতিক চর্চা পছন্দ করছে না। তারা গঠনমূলক, মেধাভিত্তিক, একাডেমিক রাজনীতি চায়। তারা বাংলাদেশে একটা ইতিবাচক পরিবর্তন চায়। ডাকসুর নির্বাচনে ছাত্ররা রাজনৈতিক দলগুলোকে সেই বার্তাই দিয়েছে বলে আমরা মনে করি।'

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে,

> ডাকসু নির্বাচনে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে থাকা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের একাংশের গড়া গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের নেতারাও খুব কম ভোট পেয়েছে। কেন এমন হলো, তা নিয়েও নানা আলোচনা চলছে। অনেকে বলছেন, গত এক বছরে নানা বক্তব্য ও কর্মকাণ্ডের কারণে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের কেউ কেউ সমালোচনার মুখে পড়েছেন।

এবারের ডাকসু নির্বাচনকে দলীয়ভাবে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কর্মপরিকল্পনা করে জামায়াত। এর জন্য দলের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহেরকে সমন্বয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ভোটের দিন সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত দলের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ারসহ জ্যেষ্ঠ নেতারা পুরানা পল্টনে জামায়াতের ঢাকা মহানগর কার্যালয়ে থেকে নির্বাচন পরিস্থিতির ওপর নজর রাখেন।

জেন-জিদের ভাবনার প্রতিফলন

এবারের ডাকসু নির্বাচনে প্রশাসনিক কারসাজিসহ নানা অভিযোগ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স। তবে তিনি শিক্ষার্থীদের রায়ের প্রতি সম্মান জানিয়ে *প্রথম আলোকে* বলেন,' গণ-অভ্যুত্থান-উত্তর তরুণ প্রজন্ম কী চিন্তাচেতনায় কোন দিকে এগোচ্ছে, সেটাকে বিবেচনা করে আমাদের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ নিতে হবে।'

অবশ্য এবারের ডাকসুর নির্বাচনকে একটি শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর 'চমৎকার' নির্বাচন বলছে প্রায় সব রাজনৈতিক দল। সে কারণে অনেকে মনে করেন, মতের ভিন্নতা থাকলেও সবার উচিত অতীত সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে বিজয়ীদের অভিনন্দন জানানো।

এ বিষয়ে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না *প্রথম আলোকে* বলেন, ভোট সুষ্ঠু হয়নি, গণনায় কারচুপি হয়েছে; এটা বলা যাবে না। ফলাফল মানতে হবে, সবার মানা উচিত।

তবে এই নির্বাচনে তরুণেরা, যাঁদের 'জেন-জি' বলা হয়, তাঁরা রাজনীতি ও রাষ্ট্র নিয়ে কী ভাবছেন, তার একটি প্রতিফলন ঘটেছে, যা রাজনৈতিক দলগুলো বিবেচনায় নেয়নি বলে মনে করেন মাহমুদুর রহমান মান্না।

ফ্যাসিবাদী শাসনের ফল

রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের অনেকে মনে করছেন, ছাত্রশিবিরের বিরাট বিজয় বিগত সময়ে জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের ওপর নিপীড়ন এবং আওয়ামী লীগ সরকারের ফ্যাসিবাদী শাসনের ফল। আওয়ামী লীগ তার দীর্ঘ শাসনামলে জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ ও গুপ্তসংগঠনে পরিণত করেছিল। এই সুযোগে তারা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে সংগঠন শক্তিশালী করেছে। ছাত্রলীগ সাজার কৌশলও অবলম্বন করেছিল।

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকী *প্রথম আলোকে* বলেন, আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধ ও রাজাকারের বিভাজন দিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা করেছে। তাদের ফ্যাসিবাদী শাসন জামায়াতকে দিয়ে জায়েজ করতে চেয়েছে। তখন কার্যত জামায়াত নিষিদ্ধ সংগঠন ছিল। একদিকে তারা নিপীড়িত হিসেবে সহানুভূতির জায়গা পেয়েছে, অন্যদিকে অপ্রকাশ্যে কাজ করার অভিজ্ঞতা তৈরি হয়েছে। এখন সেটার সুবিধা তাদের কাছে গেছে।

ডাকসু নির্বাচনে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে থাকা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের একাংশের গড়া গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের নেতারাও খুব কম ভোট পেয়েছে। কেন এমন হলো, তা নিয়েও নানা আলোচনা চলছে। অনেকে বলছেন, গত এক বছরে নানা বক্তব্য ও কর্মকাণ্ডের কারণে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের কেউ কেউ সমালোচনার মুখে পড়েছেন। সে জায়গায় ছাত্রশিবির ছিল নমনীয় ও সতর্ক। যার ফলশ্রুতিতে আন্দোলনের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এর ফল তুলে নিয়েছে ছাত্রশিবির।

সচেতন শিক্ষার্থী সংসদ নামে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনও ডাকসু নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। এটি চরমোনাইয়ের পীরের দল ইসলামী আন্দোলনের ছাত্রসংগঠন। ইসলামী আন্দোলনের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এ নির্বাচনে জুলাই চেতনার সঠিক প্রতিফলন হয়েছে। আমরা আশা করি, বিজয়ের এ ধারা অব্যাহত থাকবে।'

সতর্কতার বার্তা নির্বাচনে

ছাত্রদলের খারাপ ফলাফলের বিষয়ে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হকের পর্যবেক্ষণ ভিন্ন। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের প্রতি যে আবেগ, ছাত্রদল সেটা ধরতে পারেনি। তারা ছাত্রলীগের পুরোনো বয়ান (মুক্তিযুদ্ধে পক্ষ-বিপক্ষ) নিয়ে হাজির হয়েছে। কিন্তু এ প্রজন্ম কাউকে রাজাকার গালি আর শুনতে চায় না। তারা গঠনমূলক রাজনীতি, মেধাভিত্তিক রাজনীতির চর্চা চায়। ছাত্রদল এই পুরোনো ধারা থেকে বের হতে না পারলে বাংলাদেশে তাদের রাজনীতি করা কঠিন হয়ে যেতে পারে।

ডাকসু নির্বাচনের এই ফলাফল ভবিষ্যৎ রাজনীতির জন্য একটা বার্তা বলেও মনে করছেন রাজনীতিকদের কেউ কেউ। তাঁদের মতে, এখান থেকে শিক্ষা নেওয়ার বিষয় আছে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের মতে, 'এই নির্বাচন থেকে ভবিষ্যৎ পথচলার ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে আমাদের আত্মবিশ্বাসের মাত্রা যাচাইয়ের সুযোগও হলো।'

হল সংসদে শীর্ষ ৫৪ পদের ৫৩টিতেই 'স্বতন্ত্র' জয়ী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

[illegible]

হল সংসদে শীর্ষ তিন পদে বিজয়ী যাঁরা

[illegible]

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

নয়া দিগন্ত

শিবিরের ঐতিহাসিক বিজয়

ডাকসুতে ২৮ পদের ২৩টিতেই জয় : ভিপি সাদিক কায়েম, জিএস এস এম ফরহাদ, এজিএস মহিউদ্দিন খান

ডাকসুর ফলাফলে বিস্মিত বিএনপি

নিজেদের ব্যর্থতার দিকেই ইঙ্গিত

● বিশেষ সংবাদদাতা

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

শিবিরের ঐতিহাসিক বিজয়

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

[illegible]

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৭ ভাদ্র ১৪৩২

DU in Media

11 September 2025

সময়ের আলো

ছাত্রবান্ধব নীতিতে বাজিমাত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ভবনে বুধবার সকালে ফলাফলের পর উল্লসিত সাদিক কায়েম, এস এম ফরহাদ ও মহিউদ্দীন খান ● সময়ের আলো

ছাত্রদলের ভরাডুবির নেপথ্যে আস্থার সংকট ও পুরোনো ধারার রাজনীতিকে দায়ী করছেন বিশ্লেষকরা

● সাব্বির আহমেদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদে (ডাকসু) অভাবনীয় জয় পেয়েছে ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের প্যানেল। বিপরীতে বড় ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের সমর্থিত প্রার্থীরা একটি পদেও জয়ী হতে পারেনি। শিবিরের অবিশ্বাস্য এই ফলাফল রাজনীতিতে অনেকটা বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো।

এমন ভূমিধস জয়ের নেপথ্যে জুলাই অভ্যুত্থানের পর শিবিরের নতুন চেহারায় আবির্ভূত হওয়াকে বড় করে দেখা হচ্ছে। একই সঙ্গে সংগঠনটির রাজনৈতিক পরিবর্তনের চাহিদা এবং ছাত্রবান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়নও বড় জয়ের পেছনে ক্রীড়ানক হিসেবে কাজ করেছে। আর ছাত্রদলের ভরাডুবিতে শিক্ষার্থীদের কাছে আস্থার সংকট, নির্বাচন পরিচালনা ও প্রার্থী নির্ধারণে অন্তর্কোন্দল,

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

২৮ পদের ২৩টিতেই শিবিরের জয়

যে মতেরই হোক সবাই একসঙ্গে কাজ করব : সাদিক কায়েম

● নিজস্ব প্রতিবেদক

একসময় ক্যাম্পাসে অনেকটাই নিষিদ্ধ ছিল বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। জুলাই অভ্যুত্থানের সুযোগে নতুন চেহারায় আবির্ভূত হয়ে সেই ছাত্রশিবির এবার ভূমিধস জয় পেয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে। সৃষ্টি করেছে নতুন এক ইতিহাস। ছাত্রশিবির-সমর্থিত 'ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট' প্যানেলে সহ-সভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও সহ-সাধারণ সম্পাদকের তিনটি শীর্ষ পদসহ ২৮টি পদের মধ্যে ২৩টি পদেই বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। বাকি পদগুলোতে স্বতন্ত্র ও বামপন্থি ছাত্র সংগঠনের প্যানেল থেকে জয়ী হয়েছেন। এ ছাড়া ১২টি সম্পাদকীয় পদের মধ্যে ৩টি বাদে বাকি ৯টিতে অভাবনীয় জয় পায় সংগঠনটি। তবে একটি পদেও জিততে পারেননি ছাত্রদলসহ বাকি প্যানেলের প্রার্থীরা। অথচ ছাত্রশিবির অতীতে কখনো ডাকসু নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সংসদের কোনো পদে জয় পায়নি। যদিও মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর থেকে নির্বাচনের ফল কেন্দ্র করে ক্যাম্পাস ও আশপাশে এলাকায় রাতভর উত্তেজনা বিরাজ করে। পাল্টাপাল্টি অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ মিছিল করে বিভিন্ন সংগঠন। নানা ধরনের গুঞ্জনের মধ্যে ক্যাম্পাসের প্রবেশ পথগুলোতে জড়ো হন বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী। উত্তেজনার আভাসে ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা কড়াকড়ি

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

ছাত্রবান্ধব নীতিতে বাজিমাত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পুরোনো ট্যাগিং রাজনীতি এবং একাত্তরকে অতিমাত্রায় পুঁজি করাকে দুষছেন অনেকে। শিক্ষার্থীদের সামনে ছাত্ররাজনীতির নতুন কোনো ন্যারেটিভ দাঁড় করাতে না পারার ব্যর্থতাও সামনে আসছে।

অন্যদিকে নতুন ছাত্রসংগঠন বাগছাস, বাম ঘরনার প্রার্থী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও আলোচনায় থাকলেও শেষ পর্যন্ত শিবিরের সাংগঠনিক শক্তির কাছে কেউই পেরে ওঠেনি।

জামায়াতে ইসলামীর সহযোগী সংগঠন ছাত্রশিবির যেখানে অতীতে কখনো ডাকসুর কোনো পদে জয় পায়নি, সেখানে এবার ভিপি ও জিএসসহ ১২টি সম্পাদকীয় পদের মধ্যে ৯টি জিতে নিয়েছে। প্রায় সবকটি হলের ভোটাররা কেন্দ্রীয় ভিপি ও জিএস পদে শিবিরের দুই প্রার্থীকে বিপুল ব্যবধানে এগিয়ে দিয়েছেন। বিশেষ করে মেয়েদের হলগুলোতে শিবিরের প্রার্থীরা পেয়েছেন নজিরবিহীন সমর্থন। ভোটের লড়াইয়ে শিবিরের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রার্থীরা। তবে কোনো পদেই তারা জয়ের মুখ দেখেননি। সম্পাদকীয় যে তিনটি পদ শিবিরের হাতছাড়া হয়েছে সেগুলোতে বিজয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা।

বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ডাকসুতে সবসময় দেখা গেছে সরকারবিরোধী পক্ষের ছাত্রসংগঠন জয়ী হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভোটের মাধ্যমে সরকারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করেন। এবার সরকারের কার্যত কোনো দল ছিল না। তবে বিএনপির হাবভাবে মনে হয়েছে তারা ক্ষমতার আগেই ক্ষমতায় চলে এসেছে। আর তাদের ছাত্রসংগঠন ছাত্রদলকে সাধারণ শিক্ষার্থীরা পূর্ণ আস্থায় নিতে পারেনি। ছাত্রদল ক্ষমতা পেলে ছাত্রলীগের মতোই গেস্টরুম জোর করে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে নেওয়ার কালচার ফিরে আসবে।

ছাত্রদল ডাকসু নির্বাচনের শুরু থেকে একাত্তর ও ট্যাগিংয়ের ওপর জোর দিয়েছে। যার প্রভাব পড়েছে ভোটে। রাজাকারের ঠাঁই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হবে না–শিবিরকে উদ্দেশ্য করে এমন স্লোগানও দিয়েছে ছাত্রদল। এতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা আরও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ভোটের আগের দিন বিকালে ফেসবুকে এক পোস্টে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির বলেছেন, ডাকসু নির্বাচনে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্তাক্ত ইতিহাস ও বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতা-সংগ্রামের তাৎপর্য বিবেচনা করে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

বিএনপি নেতা ও ডাকসুর সাবেক এজিএস নাজিম উদ্দিন আলম সময়ের আলোকে বলেন, জীবনেও এমন ঘটনা ঘটেনি। ছাত্রদলের এমন পরাজয় হয়নি। নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ শেষ পর্যন্ত শিবিরকেই ভোট দিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদল ঠেকাও। তারা ডাকসু নির্বাচন কেন্দ্র করে বিএনপি-জামায়াতের মারামারি চেয়েছিল। জামায়াতের চারদিকে উসকানি থাকার পরও আমরা সাড়া দিইনি। এর মূল কারণ জাতীয় নির্বাচন ভণ্ডুল করা। তিনি বলেন, এ ছাড়া নির্বাচনে কারচুপি তো ছিলই। অনেক প্রার্থী এ জন্য আগেই প্রত্যাখ্যান করেছে। ভোটে বৈষম্যমূলক আচরণ ছিল।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিএনপির একজন নেতা সময়ের আলোকে বলেন, আমরা ডাকসুর নেতা ছিলাম। ভোটের অভিজ্ঞতা আছে। অথচ এবারের নির্বাচনে আমাদের দূরে রাখা হয়। যদিও শেষ মুহূর্তে নির্বাচন পরিচালনায় অন্তর্ভুক্ত করে দল। আমরা প্রথমেই ভোটের অনেক সমীকরণ কমিয়ে আনতাম। কয়েকটি প্যানেলের সঙ্গে আগেই সমঝোতা করে ছাত্রদলের কোর্টে নিয়ে আসতাম। যা হোক এসব হয়নি। আর ডাকসু নির্বাচন নিয়ে হুটহাট সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ছাত্রদলের প্রস্তুতিও তেমন ছিল না। দীর্ঘদিন ক্যাম্পাসে ও হলে না থাকার প্রভাব পড়েছে প্রার্থী বাছাইয়ে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছাত্রদলের একজন শীর্ষ নেতা বলেন, বিএনপির অপকর্মের ঘটনায় প্রভাব পড়েছে ডাকসুতে। প্রার্থী বাছাই চমৎকার ছিল। কিন্তু সেখানেও বেশ গ্রুপিং ছিল। ভিপি পদেই ছাত্রদলের ৬৪ জন প্রার্থী হতে চেয়েছিল। সেখান থেকে দল একজনকে মনোনীত করে। তিনি বলেন, মুখোশধারী নেতা ও সিন্ডিকেট মুক্ত ছাত্রদল হতে হবে। ভাইয়ের লোক ও মাইম্যান রাজনীতি পরিহার করতে হবে। ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নেতা নির্বাচন করার ক্ষমতা ছাত্রদের হাতেই দিতে হবে। ভাই ও সিন্ডিকেট রাজনীতি চিরতরে ধ্বংস অনিবার্য। সাধারণ শিক্ষার্থীরা ভোট তো নাই দিতে পারে। মনে হচ্ছে কর্মীরাও ভোট দেয়নি।

যদিও বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস অভিযোগ করেছেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে আঁতাত করে শিবির ডাকসু নির্বাচনে জয় পেয়েছে। তিনি বলেন, আমি বলতে পারি না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জামায়াতে ইসলামীর এত ভোট কোথেকে এলো। আমার তো হিসাব মেলে না ভাই। তিনি এটিকে কারচুপি না, বরং দেশে গভীর ষড়যন্ত্রের আভাস হিসেবে দেখছেন।

ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ঢাকা দক্ষিণ জামায়াতের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ৫ আগস্ট পরবর্তী রাজনৈতিক দল এবং ছাত্রসংগঠনের কর্মকাণ্ড বিবেচনায় ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মকাণ্ডকে সুশৃঙ্খল, গণতান্ত্রিক, আদর্শিক ও নৈতিক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। যার বহিঃপ্রকাশ ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্যানেলকে বিজয় করে মূলত জাতিকে বার্তা দিয়েছে, এ দেশে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজ, দুর্নীতি, লুটপাট, ধর্ষক, খুনি ও নৈরাজ্যকারীদের স্থান নেই।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার আমলেও ছাত্রশিবিরের মনোনীত প্রার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে হলে ছিলেন। নিয়মিত ক্লাস পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। নিয়মিত ছাত্রদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল। অন্যদিকে ছাত্রদল করা শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস পরীক্ষায় বাধা পেয়েছে। হল থেকে তাদের বিতারিত করা হয়েছে। দীর্ঘসময় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার ছিলেন তারা। এ জন্য সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে তাদের আত্মিক যোগাযোগ সেভাবে গড়ে ওঠেনি বলে সংশ্লিষ্টরা বলছেন। ডাকসু নির্বাচনের ফলাফলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কানেক্টিং, পিপল ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম, প্রচার সবই ছিল। মানুষ যে পরিবর্তন দেখতে চায় তা-ও ছিল। অন্যদিকে ছাত্রদল নতুন কিছু দেখাতে পারেনি। তাদের মূল দল ও অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের স্লোগান ক্লিবে ছিল। শিবিরকে পরাস্ত করার জন্য ছিল ৭১ কেন্দ্রিক রাজনৈতিক গালিসর্বস্ব স্লোগান। ডাকসু নির্বাচনে বয়ানের জয়-পরাজয় দেখা গেল। ৫ আগস্টের পরবর্তী মানুষের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন ধরতে না পারলে বিএনপি বারবার ধাক্কা খাবে।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. সাহাবুল হক সময়ের আলোকে বলেন, ছাত্রশিবিরের জয়ের পেছনে যে মূল কারণগুলো কাজ করেছে, তা হলো সাধারণ ছাত্রদের মাঝে সংগঠনটির প্রতি আস্থা বৃদ্ধি, রাজনৈতিক পরিবর্তনের চাহিদা এবং ছাত্রবান্ধব কর্মসূচির বাস্তবায়ন। ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে ছাত্রশিবির রাজনীতি করতে পারে, যা তাদের একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক অবস্থান তৈরি করতে সহায়ক হয়েছে। অন্য ছাত্রসংগঠনগুলো, বিশেষ করে বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক ধারাগুলোর দিকে তেমন মনোযোগ না দেওয়া এবং ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সমস্যাগুলোর যথাযথ সমাধান না হওয়ার কারণে সাধারণ ছাত্ররা তাদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে শুরু করেছিল। ছাত্রশিবির তাদের কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে, যেখানে তারা পরিবর্তন এবং নতুন ধারার রাজনীতির প্রস্তাব দিয়েছে। এ ছাড়া ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে ট্যাগিংয়ের রাজনীতি এই নির্বাচনে কাজ করেনি। প্রার্থী দেওয়ার ক্ষেত্রেও ছাত্রশিবির অনেক সুন্দর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তিনি বলেন, এ ছাড়া ছাত্রশিবিরের কর্মসূচি ছিল ছাত্রবান্ধব এবং সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলার দিকে মনোনিবেশ, যা অন্যান্য ছাত্রসংগঠনের তুলনায় অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়েছে। ফলে সাধারণ ছাত্রদের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা পরিবর্তনের লক্ষ্যে ছাত্রশিবিরকে সমর্থন করেছে।

বিএনপিপন্থি চিকিৎসক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক সাখাওয়াত হোসেন সায়ন্ত বলেন, নির্বাচনে কারচুপি ও জালিয়াতির অভিযোগ বাংলাদেশে পরাজিতদের ট্রাডিশনাল স্টেটমেন্ট। এ গৎবাঁধা ধারা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। ছাত্রদল একটি বড় সংগঠন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনপিপন্থি শিক্ষকদেরও সংগঠন আছে। নির্বাচনে কোনো রকম কারচুপি ও জালিয়াতি হয়ে থাকলে তা চিহ্নিত করে প্রতিরোধ করার সক্ষমতা অর্জন করাটাও নির্বাচনি কৌশলের অংশ। সেটি যেহেতু ছাত্রদল পারেনি, তাই তাদের অভিযোগ কারও কাছেই গুরুত্ব পাবে না। আমার মনে হয়, সাধারণ নির্দলীয় শিক্ষার্থীদের কাছে ছাত্রদল নিজেদের গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারেনি। তারা অনেকেই হয়তো ধরে নিয়েছেন যে ছাত্রদল নির্বাচিত হলে তারাও ছাত্রলীগের মতো আচরণ করবেন। সে কারণেই ডাকসুতে ছাত্রদলের এমন ফলাফল। এ থেকে শিক্ষা নিয়ে জাতীয় নির্বাচনে বিএনপির করণীয় নির্ধারণ করা জরুরি।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, গত ১৫ বছর ধরে পাবলিক বিশ্ববিদালয়গুলোতে রাজনীতির নামে যে গুন্ডামি, লুটপাট, নিপীড়ন ও নির্যাতন চলেছে, তা ছাত্রদলের রাজনীতিকে আরও কঠিন করে তুলেছে।

মানবকণ্ঠ

ঢাবির ইতিহাসে প্রথম ডাকসু নির্বাচনে স্বামী-স্ত্রী জয়ী

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ইতিহাসে এবারই প্রথম স্বামী-স্ত্রী একই প্যানেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে শুধু নজিরই স্থাপন করেননি, বরং দুজনেই নিজ নিজ পদে জয়লাভ করে নতুন এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল 'ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট' থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন এই দম্পতি।

এই নির্বাচনে উম্মে ছালমা কমনরুম, রিডিংরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বি করেন এবং তার স্বামী রায়হান উদ্দিন লড়েন সাধারণ সদস্য পদে। তারা দুজনই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী। নির্বাচনে উম্মে ছালমা তার পদে ৯ হাজার ৯২০ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। অপরদিকে, তার স্বামী রায়হান উদ্দিন ৫ হাজার ৮২ ভোট পেয়ে সাধারণ সদস্য পদে জয়ী হয়েছেন। গণমাধ্যমকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে উম্মে ছালমা জানান, তিনি দীর্ঘদিন ধরে ক্যাম্পাসে নারীদের উন্নয়নে কাজ করছেন এবং ডাকসু নির্বাচনের জন্য একটি উপযুক্ত প্যানেল খুঁজছিলেন। সেই সময় শিবির তাকে তাদের প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত করে। অনেকে তার শিবির প্যানেলে প্রার্থী হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুললেও তিনি বলেন, কমনরুম সম্পাদক পদে নির্বাচন

ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত 'ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট' প্যানেল থেকে জয়ী হন এই দম্পতি —মানবকণ্ঠ

করার জন্য একটি প্যানেলের প্রয়োজন ছিল এবং সেই হিসেবেই তার এই প্যানেলে আসা। ঢাবির ইতিহাসে এর আগে কোনো নির্বাচনে স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে প্রার্থী হওয়ার নজির নেই। এই দম্পতির একই প্যানেলে থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয়ে শুধু নতুন ইতিহাসই তৈরি করেনি, বরং ক্যাম্পাসজুড়ে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এবারের ডাকসু নির্বাচনে সহ-সভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদসহ ২৮টি পদের বেশিরভাগ পদে জয়ী হয়েছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল ?'ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট'-এর প্রার্থীরা।

আমার দেশ

ফল ঘোষণার পর সিনেট ভবনে বুধবার হাত উঁচিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ ভিপি সাদিক কায়েম, জিএস এসএম ফরহাদ ও এজিএস মহিউদ্দীন খানের © গোলাম মোস্তফা

রাজনীতিতে ডাকসু ঝড়

এমরান এস হোসাইন ও মাহির কাইয়ুম

শিবিরের ভূমিধস জয়

- ভিপি-জিএসসহ ডাকসুর ২৮ পদের ২৩টিতে জয়ী
- সব মত ও আদর্শ মিলে একসঙ্গে কাজ করার প্রত্যয় সাদিকের
- প্রকাশ্য রাজনীতির এক বছরে বাজিমাত
- প্রগতিশীল-ধর্মনিরপেক্ষতার ক্যাম্পাসে ভিন্ন দৃষ্টান্ত : মাহবুব উল্লাহ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ফলাফল চমকে দিয়েছে সবাইকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) প্রকাশ্য রাজনীতি শুরু করেই বাজিমাত করেছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। জুলাই অভ্যুত্থান-পরবর্তী নতুন বাংলাদেশে উৎসবমুখর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের ভূমিধস বিজয় রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন ঝড় তুলেছে। প্রগতিশীলদের সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামপন্থি ছাত্র সংগঠনের এমন জয় নতুন চিন্তার দিক উন্মোচিত করেছে।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, উৎসবমুখর পরিবেশে এই শান্তিপূর্ণ ও আলোচিত নির্বাচন আগামী দিনে দেশকে গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য সুন্দর একটি নির্বাচনের দিকে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ডাকসুর এই ফল আগামী দিনে দেশের মতাদর্শের লড়াইটা কীরূপ হতে পারে—তার ধারণাও লাভ করা যায়। এছাড়া নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণও হতে পারে। ডাকসুর সুন্দর নির্বাচন থেকে রাজনীতিবিদদের শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন তারা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ থেকে ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর চট্টগ্রাম, রাজশাহীসহ দেশের একাধিক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নিজেদের অবস্থান শক্ত করে ছাত্রশিবির। তা সত্ত্বেও গত ৪৮ বছরে রাজনীতির এই সূতিকাগারে ছাত্রশিবির নিজেদের অবস্থানের জানান দিতে পারেনি। অন্যান্য ছাত্রসংগঠনগুলোর বৈরী পরিবেশে অনেকটাই গোপনে নিজেদের সংগঠন পরিচালনা করতে হয়েছে তাদের। বিশেষ করে ১৯৯১ সালের পরে ইসলামী ছাত্রশিবিরকে গোপনীয়তার সঙ্গে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হয়েছে। ওই সময় বামসহ প্রায় সব ছাত্রসংগঠন একজোট হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের রাজনীতি একপ্রকার নিষিদ্ধ করে দেয়। কেউ কেউ শিবিরকে তাচ্ছিল্য করে 'গুপ্ত সংগঠন' বলেও আখ্যায়িত করে।

তবে, গত বছর ৫ আগস্ট ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার পতনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্যে রাজনীতির ঘোষণা দেয় শিবির। আর প্রকাশ্য রাজনীতি শুরুর এক বছরের মাথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের

» পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৬

আরো ছবি ও খবর | পৃষ্ঠা ৮

অন্য সম্পাদকীয় ও সদস্য পদে জিতল যারা

ডাকসুতে অন্য পদগুলোর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক—ফাতেমা তাসনিম জুমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক ইকবাল হায়দার, কমন রুম, রিডিং রুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক উম্মে ছালমা, আন্তর্জাতিক সম্পাদক জসীমউদ্দিন খান, ক্রীড়া সম্পাদক আরমান হোসেন, ছাত্র পরিবহন সম্পাদক আসিফ আব্দুল্লাহ, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক এম এম আল মিনহাজ এবং মানবাধিকার ও আইনবিষয়ক সম্পাদক মো. জাকারিয়া। তারা সবাই ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের প্যানেল থেকে নির্বাচিত হয়েছেন।

সদস্য পদে জয়ী কারা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সদস্য পদ রয়েছে ১৩টি। এর মধ্যে ১১টিতে জয়ী হয়েছে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থীরা। একটিতে জয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী। অন্যটিতে জয়ী বাম-সমর্থিত প্রার্থী।

ছাত্রশিবিরের প্যানেল থেকে জয়ী হলেন সাবিকুন নাহার তামান্না (১০০৮৪)। তিনি সদস্যদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া অন্যরা হলেন সর্ব মিত্র চাকমা (৮৯৮৮), আফসানা আক্তার (৫৭৪৭), রায়হান উদ্দীন (৫০৮২), তাজিনুর রহমান (৫৬৯০), ইমরান হোসাইন (৬২৩৬), মিফতাহুল হোসাইন আল-মারুফ (৫০১৫), মো. রাইসুল ইসলাম (৪৫৩৫), শাহীনুর রহমান (৪৩৯০), আনাস ইবনে মুনির (৫০১৫) এবং মো. বেলাল হোসেন অপু (৪৮৬৫)। সদস্য পদে বামপন্থি প্যানেল থেকে হেমা চাকমা (৪৯০৮) ও স্বতন্ত্র প্রার্থী উম্মা উসওয়াতুন রাফিয়া (৪২০৯) জয়লাভ করেন।

বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীদের ভরাডুবি

গত বছরের জুলাই আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিলেন বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীরা। তবে ডাকসু নির্বাচনে তারা ঐক্যবদ্ধ প্যানেল দিতে পারেননি। জুলাই আন্দোলনের সম্মুখভাগের সৈনিকদের একটি অংশ 'বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেল'-এ ডাকসু নির্বাচনে অংশ নেয়। তবে নির্বাচনে তাদের ভরাডুবি হয়েছে। এই প্যানেলের কেউই নির্বাচনে জিততে পারেননি। এ প্যানেল থেকে ভিপি পদে আব্দুল কাদের পেয়েছেন এক হাজার ১০৩ ভোট। তার এই ভোট বিজয়ী সাদিক কায়েমের ভোটের ১৫ ভাগের একভাগ। তিনি এ পদে ৫ নম্বর হয়েছেন। দুজন স্বতন্ত্র প্রার্থীও তার চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন। তার প্যানেল থেকে জিএস পদে আবু বাকের মজুমদার পেয়েছেন দুই হাজার ১৩১ ভোট। তার অবস্থানও পঞ্চম। তার চেয়ে বেশি ভোট পেয়ে এ পদে তৃতীয় হয়েছেন ছাত্র ইউনিয়নের মেঘমল্লার বসু। বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এজিএস প্রার্থী আশরেফা খাতুন পেয়েছেন ৯০০ ভোট। তার চেয়ে বেশি পেয়েছেন আরো পাঁচ প্রার্থী। এর মধ্যে স্বতন্ত্র ও বামপন্থি প্রার্থীও রয়েছেন। এ প্যানেলের অন্যান্য পদের প্রার্থীদের ফলাফলও উল্লেখ করার মতো নয়।

যা বললেন বিশ্লেষকরা

বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ এক প্রতিক্রিয়ায় আমার দেশকে বলেন, আমি মনে করি একটি ভালো নির্বাচন হয়েছে। ছোটখাটো যে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ এসেছে, এগুলো সব নির্বাচনে থাকে। টানটান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে নির্বাচন হয়ে গেছে। বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। এটা দেশের জন্য স্বস্তিদায়ক। এই শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আগামী দিনে দেশকে নির্বাচনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের জয়ের বিষয়টি বিশ্লেষণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এই অধ্যাপক বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বরাবরই প্রগতি, ধর্মনিরপেক্ষতা, মুক্তবুদ্ধি চর্চার সূতিকাগার হিসেবে গণ্য করা হয়। সে বিবেচনায় ইসলামী ছাত্রশিবিরের এই ফলটা ভিন্ন দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে। সবাইকে অবাক করেছে। এ ফলটা আমাদের দেশ আগামী দিনে কীভাবে চলবে, এখানে মতাদর্শের লড়াইটা কীরূপ ধারণ করবে, তা আঁচ করতে পারি। মনে হচ্ছে ভবিষ্যতে বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লড়াই বাংলাদেশে তীব্র হবে। তবে তীব্র না হয়ে আপসের দিকে গেলে তা দেশের জন্য মঙ্গলজনক হবে।

অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির এক বছর ধরে প্রকাশ্যে এলেও তাদের রাজনীতি দীর্ঘদিনের। তারা কায়দাকানুন করে এখানে রাজনীতি সক্রিয় রেখে আসছে। আমি বহু বছর আগে জামায়াতের দুই-একজন নেতার কাছে শুনেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের তিন-চার হাজার শিবিরকর্মী আছে। এবারের ভোটে তো সেটাই প্রমাণ হলো।

ছাত্রদলকে আত্মবিশ্লেষণের পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, ছাত্রদল এ নির্বাচনে বড় ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে। কেন এ ধরনের ফলাফল হলো, এজন্য তাদের উচিত হবে আত্মসমীক্ষণ করা। কেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটি বড় অংশ তাদের বুকে টেনে নিল না। এখানে আমি মনে করি সময়োপযোগী নতুন রাজনৈতিক বয়ান উপস্থাপন না করতে পারার কারণেই এ সমস্যা হয়েছে। এর বাইরে রয়েছে সাংগঠনিক সমস্যা। একটি আদর্শবাদী ছাত্র সংগঠন হিসেবে যেভাবে তৈরি হওয়া উচিত ছিল, ছাত্রদল এতদিনেও তা পারেনি। এখানে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা, লেখাপড়া এবং আদর্শবোধের ঘাটতি রয়ে গেছে। এটাকে একটি শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করে ছাত্রদের আস্থা অর্জনসহ আগামী দিনে ভালো করার জন্য তাদের কাজ করা উচিত। তাদের হতোদ্যম হওয়ার কিছু নেই।

ফলাফল বিশ্লেষণ করে তিনি আরো বলেন, ছাত্রশিবিরের ভিপি প্রার্থীর সঙ্গে জিএস প্রার্থীর ভোটের ব্যবধান প্রায় চার হাজার। এটা ইনডিকেট করে, ব্যক্তির ক্যারিশমা নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ। ভিপি প্রার্থীর জনপ্রিয়তার জন্য অনেক নিরপেক্ষ ভোটারও টানতে পেরেছে। তার ইমেজ দিয়ে প্যানেলের অন্যরাও উপকৃত হয়েছে।

ভোটারদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরামর্শ দিয়ে ছাত্রশিবিরকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, ছাত্রশিবির সম্পর্কে আমরা যেমন কথাবার্তা অতীতে শুনে আসছি, আশা করব আজকের দিন থেকে তারা অতীতের ওই ধরনের খারাপ দৃষ্টান্তগুলো স্থাপন করবে না। ক্যাম্পাসে সহনশীলতার পরিবেশ সৃষ্টি করবে, নারীদের প্রতি সম্মান জানাবে। শিক্ষকদের প্রতি সম্মান দেখাবে। সহপাঠীদের জীবনমানকে তারা মূল্যায়ন করবে। এগুলো করলে তারা ভবিষ্যতে আরো ভালো করতে পারবে।

ডাকসুর সাবেক জিএস খায়রুল কবির খোকন এবারের ডাকসু নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেন, ভোট দিতে বাধা দেওয়া, জালিয়াতি বা বড় ধরনের অনিয়মের কোনো ঘটনা ঘটেনি। কারণ এখানে কোনো ধরনের অনিয়ম করে পার পাওয়ার সুযোগ ছিল না।

ডাকসুর সাবেক ভিপি ও নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, এই প্রজন্ম অভ্যুত্থান করে আপনাকে আমাকে শিখিয়েছে। আবার অভ্যুত্থানের পর একটি সুন্দর নির্বাচন করে আমাদের যেটা শিখিয়েছে, তা জাতীয় রাজনীতিতে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। আমি এই শিক্ষাকে লজ্জার কোনো বিষয় মনে করি না। আমরা ছাত্রদের থেকে শিখলাম।

সব মত ও আদর্শের সঙ্গে মিলে কাজ করার অঙ্গীকার নবনির্বাচিত ভিপির

ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর এক প্রতিক্রিয়ায় সাদিক কায়েম সব মত ও আদর্শের সঙ্গে মিলে একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চমৎকার একাডেমিক পরিবেশ নিশ্চিতের প্রতিজ্ঞা করেন। সাদিক কায়েম বলেন, ডাকসু নির্বাচনের মাধ্যমে জুলাইয়ের প্রজন্ম বিজয়ী হয়েছে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা বিজয়ী হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আমাদের ওপর নেতৃত্বের আমানত রেখেছে। শিক্ষার্থীরা আমাদের ওপর যে আমানত রেখেছে, আমরা এর যথাযথ হক আদায় করব ইনশাআল্লাহ। আমরা কথা দিচ্ছি, আমাদের শিক্ষার্থীদের যে স্বপ্নের ক্যাম্পাস, সেই ক্যাম্পাস বিনির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা থামব না। শিক্ষার্থীদের ভয়েস আমাদের ভয়েস। শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা আমাদের প্রত্যাশা।

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের বিষয়ে সাদিক কায়েম বলেন, এখানে যারা প্রার্থী ছিলেন, আমরা সবাই সহযোদ্ধা ছিলাম। আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করতে চাই। যারা একসঙ্গে নির্বাচন করেছি, তারা প্রত্যেকেই আমাদের উপদেষ্টা। আমরা আশা করব তারা আমাদের যে কোনো বিষয়ে পরামর্শ দেবেন। আমাদের গাইড করবেন, ভুল বিষয় ধরিয়ে দেবেন।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

দৈনিক সংগ্রাম

ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরে সিনেট ভবনের সামনে সাধারণ ভোটারদের উল্লাস -সংগ্রাম

ভোরের আকাশ

গতকাল ছাত্রশিবির ডাকসু নির্বাচন পরবর্তী সংবাদ সম্মেলন করেন ■ ভোরের আকাশ

প্রথম আলো

আস্থা রাখার চেষ্টা করব : সানজিদা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সানজিদা আহমেদ

ডাকসু নির্বাচনে গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে জয়ী হয়েছেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত সানজিদা আহমেদ তন্বি। তিনি গতকাল বুধবার তাঁর ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে বলেছেন, ভোটারদের আস্থা রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন।

ডাকসু নির্বাচনে গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন সানজিদা। তিনি ১১ হাজার ৭৭৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেলের মো. সাজ্জাদ হোসাইন খান, পেয়েছেন ৭ হাজার ১৮৯ ভোট। সানজিদা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী।

সানজিদা গতকাল বেলা ১টার দিকে তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে লিখেছেন, 'আলহামদুলিল্লাহ...যারা ভোট দিয়েছেন, আমার ওপর আস্থা রেখেছেন; তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। আমি আপনাদের আস্থা রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। "গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক" পদে অন্য প্রার্থীদের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করতেও আগ্রহী আমি।'

গত বছরের ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের (বর্তমানে নিষিদ্ধঘোষিত) হামলায় আহত হয়েছিলেন সানজিদা। তাঁর সম্মানে ডাকসুর গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে কোনো প্রার্থী দেয়নি ছাত্রদল, গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ, ইসলামী আন্দোলনসহ একাধিক প্যানেল।

প্রচারে বারবার বাধা পেয়েছি : হেমা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

হেমা চাকমা

ডাকসু নির্বাচনে কার্যকরী সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন বামপন্থী সাতটি সংগঠনের প্যানেল 'প্রতিরোধ পর্ষদ'-এর প্রার্থী হেমা চাকমা। তিনি এই প্যানেল থেকে ডাকসুতে জয়ী একমাত্র প্রার্থী। হেমা বলেন, নির্বাচনী প্রচারে তাঁকে নানা বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। সেটা যেমন প্রকাশ্যে হয়েছে, আবার সাইবার বুলিংয়েরও শিকার হয়েছেন।

গতকাল বুধবার দুপুরের দিকে কথা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী হেমার সঙ্গে। তিনি বলেন, 'জগন্নাথ হল ও মেয়েদের হলের ভোট বেশি পাওয়ায় আমি জিতেছি। বিশেষ করে জগন্নাথ হলের ভোটই আমাকে জিতিয়ে দিয়েছে।'

হেমার প্রাপ্য ভোট ৪ হাজার ৯০৮। এর মধ্যে জগন্নাথ হলে পেয়েছেন ১ হাজার ১২৫, রোকেয়া হলে ৭০০, সুফিয়া কামাল হলে ৫১৪ ও শামসুন্নাহার হলে ৬২৫। হেমা শামসুন্নাহার হলে থাকেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলায়।

হেমা বলেন, 'নির্বাচনে জিতব বলে ভাবিনি। মুক্তিযুদ্ধে চাকমাদের অবদান নেই—এমন স্টেটমেন্টের প্রতিবাদ করতে গিয়ে পরবর্তী সময়ে আমার বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু হয়।...প্রকাশ্যে আমার পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হয়, আর সাইবার-জগতে প্রতিনিয়ত বুলিংয়ের শিকার হয়েছি।'

প্রতিদিনের বাংলাদেশ

ডাকসু নির্বাচনে গণতন্ত্রের বিজয় হয়েছে

বললেন চিফ প্রসিকিউটর

প্রবা প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে গণতন্ত্রের বিজয় হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। গতকাল বুধবার দুপুরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে তিনি এ মন্তব্য করেন।

ফেসবুকে পোস্টে চিফ প্রসিকিউটর লিখেছেন, ডাকসু নির্বাচনে বিজয়ী ও বিজিত সবাইকে অভিনন্দন। জয়-পরাজয় মুখ্য নয়, ভোট দেওয়ার অধিকার ফিরে আসাটা গুরুত্বপূর্ণ। এটা গণতন্ত্রের বিজয়, বর্ষা বিপ্লবের পর নতুন বাংলাদেশের বিজয়।

প্রসঙ্গত, ডাকসু নির্বাচনে ভিপি, জিএস ও এজিএসসহ ২৮টি পদে ২৩টিতেই বিজয়ী হয়েছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থীরা। গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ৮টার পর ঢাবির সিনেট ভবনে আনুষ্ঠানিক ফলাফলে তাদের নাম ঘোষণা করেন ডাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।